দৈনিক

তারিখ ... 11 AUG 2008

পৃষ্ঠা ৪ ... ৫

খুবি'তে মেয়াদ পূর্ণ করতে পারছেন না কোন ভিসি ॥ ক'দিন যেতে না যেতেই শোনা যাচ্ছে বর্তমান ভিসির বিদায়ের খবর

খুবি সংবাদদাতা

দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির পদটি কারো কপালে সহ্য হচ্ছে না। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই বিদায় নিতে হচ্ছে ভিসিদের। এ পর্যন্ত ৭ জনের মধ্যে ৫ জনকে বিদায় নিতে হয়েছে নির্ধারিত সময়ের আগেই। সম্ভবত বাদ যাচ্ছেন না বর্তমান ভিসিও। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র মতে, ১৯৮৯ সালের ১ আগস্ট বুয়েট (বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়) শিক্ষক প্রফেসর ড. গোলাম রহমানকে খুবির প্রথম ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। তিনি ১৯৯৩ সালের ২২ আগস্ট পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন। তার একদিন পরেই ২৩ আগস্ট রাকৃবি'র প্রফেসর ড. মুহাম্মদ গোলাম আলী ফকির দ্বিতীয় ভিসি হিসেবে নিয়োগ পান। এ পর্যন্ত তিনি খুবি'র ইতিহাসে সফল ভিসি হিসেবে সর্বজনস্বীকৃত হলেও নির্ধারিত মেয়াদের মাত্র এক মাস আগে তিনি পদত্যাগে বাধ্য হন। ১৯৯৭ সালের ২৩ আগস্ট বুয়েটের শিক্ষক প্রফেসর ড. এসএম নজরুল ইসলামকে খুবি'র তৃতীয় ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। কিন্তু শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তোপের মুখে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাকে বিদায় নিতে হয়। তখন খুবিতে ভিসি পদটি নিয়ে চরম সংকটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি হয়। খুবির প্রথম উপ-উপাচার্য প্রফেসর জাফর রেজা খানকে তিন মাসের জন্য ভারপ্রাপ্ত ভিসির দায়িত্ব দেওয়া হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালের ১৯ নভেম্বর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. এম আবদুল কাদির ভূঁইয়া খুবি'র পঞ্চম ভিসি হিসেবে দায়িত্ব নেন। কটকা ট্রাজেডিতে নিহত ১১ শিক্ষার্থীর মৃত্যুবরণ, ছাত্রদের হাতে লাঞ্ছনা, নানা রকম দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতিসহ নানা অভিযোগের কারণে নির্ধারিত মেয়াদের নয় মাস আগে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ২০০৫ সালের ২১ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. মোঃ মাহবুবুর রহমানকে খুবি'র ষষ্ঠ ভিসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। টিকতে পারেননি তিনিও। বিভিন্ন চাপের মুখে গত ১০ জানুয়ারী তিনি কানাডা থেকে তার পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। সর্বশেষ ভিসি হিসেবে প্রথম বারের মত খুবি'র বয়োজ্যেষ্ঠ শিক্ষক প্রফেসর ড. মোঃ সাইফুদ্দিন শাহকে অস্থায়ী ভিত্তিতে নিয়োগ দেয়া হয়। কিন্তু প্রায় ৫ মাস আগে নিয়োগ পাওয়ার পর থেকে তিনি দলীয়করণ ও স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে সিন্ডিকেটের অনুমোদন ছাড়াই ভিসির একক সিদ্ধান্তে আগের নিয়োগ বাতিল করে নতুন করে শিক্ষক নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রদান, দলীয়করণের মাধ্যমে নতুন নিয়োগ বোর্ড গঠন, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দুর্নীতির দায়ে বিভিন্ন মেয়াদে সাজাপ্রাপ্তদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো, বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও অর্থ আত্মসাৎসহ নানাবিধ অভিযোগের প্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন দুই সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত দল প্রেরণ করে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, বর্তমান ভিসির স্থায়িত্ব নির্ভর করছে ইউজিসির তদন্ত রিপোর্টের উপর। তাই ভারপ্রাপ্ত ভিসি ড. শাহ আদৌ স্থায়ী হতে পারবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিচ্ছে।